শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েবঃ www.sfmmkpjsh.com

KPJ HEALTHCARE
Care For Life

২য় স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান
2nd Graduation Ceremony

মার্চ ২০২৩

উপদেষ্টা মন্ডলী

মোহাম্মদ তৌফিক বিন ইসমাইল- প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ডাঃ রাজীব হাসান- পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিস

নুর আদিলা বিনতি শুইব- প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

রুজিতা মোহাম্মদ দান- প্রধান নার্সিং কর্মকর্তা

সহ সম্পাদক

ডাঃ মোদাস্‌সির হোসাইন শাফী - ডেন্টাল সার্জন

সদস্য

এনামুল হক দেওয়ান

বিকাশ চন্দ্র ঘোষ

সম্পাদক

ডাঃ চৌধুরী মোহাম্মাদ আনোয়ার পারভেজ

কনসালটেন্ট-গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি

চেয়ারপার্সন

সিএমই কমিটি ২০২২-২৩

যুগ্ম সম্পাদক

ডাঃ সৈয়দা সানজিদা আরা নূপুর

কনসালটেন্ট, গাইনী এবং অবসটেট্রিক্স

"২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগের সেবায় এক অনন্য আস্থার জায়গা"

ডাঃ মোহাম্মদ মাহাবুবুল আলম
কনসালটেন্ট, অর্থোপেডিক ও ট্রমা সার্জারি

আঘাতজনিত কারনে কোন জায়গা ফুলে গেলে বা ক্রটিপূর্ণ মনে হলে সেখানে অহেতুক ডলবেন না বা টানাটানি করবেন না। এটি করলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

রোগীকে অচেতন অবস্থায় পেলে এবং অচেতন হবার কারণ জানা থাকলে দ্রুত প্রাণ রক্ষাকারী পদক্ষেপ ABCDE নেয়া যেতে পারে।

এ - অক্সিজেন সর্বরাহের রাস্তা নিশ্চিত করা।
বি - শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
সি - রক্ত চলাচল সুনিশ্চিত করা।
ডি - শরীরের কোথাও কোন বিকলংগতা হয়েছে কীনা, তা বের করা।
ই - এক্সপোসার বা রোগীর শরীরে ক্ষতের উপস্থিতি ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা

আঘাত বা অ্যাক্সিডেন্টের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভিকটিমকে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা। মুখ বা নাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা পরিস্কার করে দেয়া। ক্ষত হলে বা কেটে গেলে সেই অবস্থায় পরিষ্কার কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দিন বা ড্রেসিং করে দিন। কাটা জায়গা দিয়ে হাড় বা কোন কিছু বের হয়ে আসলে তা ভীতরে চেপে ঢুকিয়ে দিবেন না। সেই অবস্থায় পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ড্রেসিং দিন। হাত ভেঙ্গে গেলে তা গামছার সাহায্যে গলায় ঝূলিয়ে দিন বা পা ভেঙ্গে গেলে তা কোন লম্বা লাঠি বা কাঠ খন্ডের সঙ্গে গামছা বা কাপড় দিয়ে পেচিয়ে দিন। এ সমস্ত কার্যক্রম চলা অবস্থায় দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসপাতালের অ্যাক্সিডেন্ট ও ইমারজেন্সী বিভাগ এ সমস্ত রোগীর প্রান রক্ষাকারী পদক্ষেপ গ্রহনের পর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। অতপর প্রয়াজনীয় পরীক্ষা যেমন X RAY এবং CT TRAUMA SCAN করে। এতে করে সামগ্রিক সমস্যা দ্রুত নিরূপণ করা যায়।

অ্যাক্সিডেন্ট ও ইমারজেন্সী বিভাগ দ্রুত রোগীর সমস্যা নিরুপন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ও সুদক্ষ চিকিৎসকের সমন্বয় এধরনের রোগীর চিকিৎসায় খুব দরকার।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল একটি আধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। অ্যাক্সিডেন্ট ও দূর্ঘটনা জনীত রোগীর চিকিৎসায় আমাদের আছে নিউরো সার্জারি, অর্থোপেডিক, ফেসিয়ম্যাক্সিজিলারি ও বার্ন প্লাস্টিক রিকন্সট্রাকটিভ সার্জারি বিভাগ। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম আমাদের এ সমস্ত বিভাগকে করেছে আরো শক্তিশালী।

তাই অ্যাক্সিডেন্ট ও ইর্মাজেন্সিতে আমাদের সেবা নিন, নিরাপদ থাকুন।

"চোখের ছানি পরা এবং এর প্রতিকার"

ডাঃ এ কে এম মামুনুর রহমান
কনসালটেন্ট, চক্ষুরোগ ও ফ্যাকো সার্জারী বিভাগ

ছানি হলো চোখের এমন একটি সমস্যা বা অসুখ যেখানে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ বা ঘোলা হয়ে যায়, ফলে দেখতে অসুবিধা হয়।

চোখে ছানির কারণ

চোখে ছানি প্রধানত চারটি কারণে হতে পারে :

১. বার্ধক্যজনিত কারণে
২. চোখ ব্যতীত শরীরের অন্য অসুখের কারণে
৩. চোখের কোন অসুখের জটিলতার ফলে
৪. আঘাতজনিত কারণে

বার্ধক্য জনিত ছানি

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের শরীরে বিভিন্ন জটিল জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন হতে থাকে। এর প্রভাবে চোখের লেন্স আস্তে আস্তে অস্বচ্ছ হয়ে দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দৃষ্টি শক্তির এই অসুবিধা যদি স্বল্প পরিমানে থাকে, তবে চশমা ব্যবহারের মাধ্যমে কিছুদিন চালিয়ে নেয়া যেতে পারে। ছানি ধীরে ধীরে পরিপক্ব হতে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর অপারেশনের মাধ্যমে ছানি অপসারন করতে হয়। ছানি কতটা পরিপক্ব তার উপর ভিত্তি করে একে তিনভাগে ভাগ করা হয় :

1. Immature cataract-Qvwbi is mvavibZ ধূসর হয়ে থাকে
2. Mature cataract-Qvwbi is হয় মুক্তার মত সাদা
3. Hypermature cataract-Qvwbi is হয় দুধের মত সাদা

চোখ ব্যতীত শরীরের অন্য অসুখের কারণে ঃ

শরীরের যেসব অসুখের প্রভাবে চোখে ছানি পড়তে পারে :

1. Diabetes mellitus- ডায়াবেটিস
2. Myotonic dystrophy- এটা মাংশপেশীর এক ধরনের অসুখ
3. Atopic dermatitis- এটা চর্মরোগ

চোখের কোন অসুখের জটিলতার ফল

মূল অসুখটাও চোখে, যার প্রভাবে পরবর্তীতে ছানি পড়তে শুরু করে :

1. Acute congestive angle-closure
2. High myopia- অতিমাত্রার নিকটদৃষ্টি জনিত ত্রুটি
3. Hereditary fundus dystrophy আঘাতজনিত কারণে

আঘাতজনিত কারণে

যে চোখে আঘাত লেগেছে, সেই চোখেই ছানি পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একচোখে ছানি পড়ার এটা অন্যতম কারণ। চোখের ভেতরে কিছু ঢুকে গেলে, ভারী কোন বস্তুর দ্বারা আঘাত পেলে, অবলোহিত রশ্মি বা অন্য কোন বিকিরনের (X-ray) ফলে এধরনের ছানি পড়তে পারে।

চিকিৎসা

ছানি পড়ার কারণ যাই থাকুক, চশমা দিয়ে যদি দৈনন্দিন কাজ করা না যায় তাহলে অপারেশন করে ছানি অপসারন করতে হবে। প্রধানত তিন ধরনের অপারেশন করা হয়ে থাকে :

ফ্যাকো (Phacoemulsification)

এটা সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, এখানে খুবই ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে ছানি অপসারন করা হয়। এরপর কৃত্রিম লেন্স (Foldable Intra-Ocular Lens) সংযোজন করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা হল : চোখে সেলাই দেবার প্রয়োজন সাধারনত পড়ে না, রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং অপারেশন পরবর্তী জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অত্যন্ত দামী ফ্যাকো মেশিন এবং এটা চালানোর জন্য প্রশিক্ষন ও দক্ষতা প্রয়োজন, তাই এই অপারেশন কিছুটা ব্যয়বহুল।

SICS (Small Incision Cataract Surgerz):

এই পদ্ধতিতে চোখের সাদা অংশে বিশেষভাবে কেটে সেই পথে ছানি বের করে আনা হয়। তারপর কৃত্রিম লেন্স (Foldable or Rigid Intra-Ocular Lens) সংযোজন করা হয়। কাটা স্থানটি খুবই ছোট হওয়ায় এবং কাটার সময় বিশেষভাবে ভালবের মত ব্যবস্থা রাখা হয় বলে কাটা স্থানে সেলাই দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

ECCE (Extra Capsular Cataract Extraction)

এক্ষেত্রে চোখের স্বচ্ছ কর্নিয়া ও সাদা অংশ (Sclera) এর মাঝ বরাবর কেটে ছানি বের করে আনা হয়। তারপর কৃত্রিম লেন্স (Foldable or Rigid Intra-Ocular Lens) সংযোজন করা হয়। কাটা স্থানটি সেলাই দিয়ে আটকে দেয়া হয়।

চোখের ছানি অপারেশনের সব ধরণের সুব্যবস্থা আছে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালের চক্ষুরোগ সেবা বিভাগে। বিশেষায়িত পরিষেবায় নতুন সংযোজিত হয়েছে অপারেটিভ মাইক্রোস্কোপ ও স্প্লিট ল্যাম্পের মতোন আধুনিক সরঞ্জামাদি। আপনাদের সেবায় আমরা আছি আমাদের সর্বোচ্চটুকু নিয়ে। ভরসা রাখুন আমাদের বিশেষায়িত সেবার প্রতি।

"পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ"

ডাঃ এম এম সানি

কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি এন্ড ইন্টারভেনশুনাল কার্ডিওলজি

করিম সাহেবের বয়স ৬০ বছরও ধূমপান করেন প্রচুর ও ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এর রোগী ও আগে ৩০-৪০ মিনিট হাটতে পারতেন কিন্তু এখন ৫- ১০ মিনিট হাঁটলেই পায়ে ব্যাথা শুরু হয়ে যায়, পায়ের মাংসপেশি সমূহ শক্ত হয়ে যায়, মনে হয়, হাঁটুর নিচের দিকের মাংশপেশি খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে ও তার সাথে পায়ে, ঝিমঝিমানি অনুভব হয় ও একটু দাঁড়িয়ে নিলে ব্যাথা কমে যায়, আবারো হাঁটা যায়। সেদিন ডাক্তার এর উপদেশে ভাস্কুলার ডুপ্লেক্স পরীক্ষায় ধরা পড়ল তার পায়ের রক্তনালীতে নাকি ব্লক। শুনে করিম সাহেব তো অবাক ও হার্ট এ ব্লক হয় শুনেছি এখন কী পায়েও ব্লক হয়? ডাক্তার বললেন ব্লকের কারণে পায়ের আঙুলে ঠিকমতো রক্ত আসতে পারছে না, রক্ত চলাচল ভাল না হওয়ার ফলে পা ব্যথা, অবশ হয়ে আসছে ও এই রোগের নাম পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ/ পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ।

আসলে ধমনি যেহেতু শরীরের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে, ধমনির ব্লকও যে কোনো জায়গাতেই হতে পারে। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের অন্য অংশের ধমনির যে 'ব্লক' সেটাই 'পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ/পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ ও যারা ধূমপায়ী, যাদের রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি এবং যারা ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন- হার্টের ধমনিতে ব্লক বা ইশকেমিক হার্ট ডিজিজের মতো তাদের পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বেশি। সাধারণত যাদের বয়স ৫৫ বা তার বেশি, তাদের শতকরা ১০-২৫ ভাগ পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজে আক্রান্ত, যদিও এদের অনেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের রোগীদের মধ্যেও এই রোগ বেশি লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রোকের রোগীদের ক্ষেত্রে এই আশংকা সাধারণ মানুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।

কারণ:

ক. অতিরিক্ত ধুমপান।
খ. অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার।
গ. মদ্যপান অথবা নেশা জাতীও দ্রব্য।
ঘ. অতিরিক্ত ওজন।
ঙ. ডায়াবেটিস।

লক্ষণ:

১/ প্রথমে পা ঠান্ডা হয়ে আসবে
২/ কিছুক্ষন হাঁটলে ঝিমঝিমানি হবে
৩/ তারপর হাঁটতে গেলে পায়ের মাংসপেশীতে ব্যাথা হবে, ব্যাথানাশক কোন মেডিসিন খেলেও ব্যাথা যাবেনা
৪/ পা দিন দিন শুকিয়ে যেতে পারে, পায়ের রঙ নীল হয়ে যেতে পারে
৫/ পায়ের লোমের সংখ্যা কমে যেতে থাকে
৬ / পায়ে ঘা হতে পারে, যা সহজে শুকাতে চায় না

ম্যানেজমেন্ট :

* ধুমপান পরিপূর্ণ ভাবে পরিহার
* চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার
* প্রচুর পরিমান শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়া
* ডায়াবেটিস ও হাইপারটেনশন থাকলে তা নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে
* ডাক্তার এর নির্দেশ মতো ঔষধ সেবন করা
* রোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে অর্থাৎ ধমনিতে ব্লকের কারণে রক্তপ্রবাহ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হলে, তখন করোনারি ধমনির মতোই ব্লক দূর করার জন্য রিং বসানো (অ্যানজিওপ্লাস্টি) বা বাইপাস অপারেশনের মতো আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

রিং বসানোর আগে

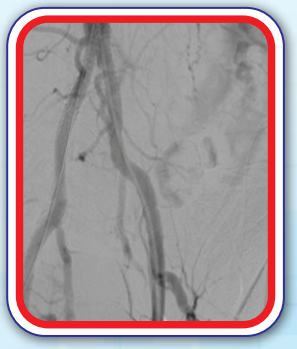

রিং বসানোর পরে

"প্রস্টেট ক্যান্সার এর চিকিৎসা বিষয়ক সেমিনার"

ডাঃ মোদাসসির হোসাইন শাফী

ডেন্টাল সার্জন

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে গত ২৩ ই মার্চ প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা বিষয়ক আপডেটের উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান টিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হাসপাতালের পরিচালক, মেডিকেল সার্ভিসেস ডা রাজীব হাসান।

আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা এ কে এম খুরশীদুল আলম, প্রেসিডেন্ট(ইলেক্ট) , বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইউরোলজিকাল সার্জন্স, অধ্যাপক ডা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (সাবেক পরিচালক, জাতীয় কিডনী রোগ ও ইউরোলজি ইন্সটিটিউট) এবং অধ্যাপক ডাঃ এ টি এম মাওলাদাদ চৌধুরী (অধ্যাপক, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মূল প্রবন্ধের আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন দেশবরেণ্য ইউরোলজি সার্জন ও বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা এম এ সালাম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বাংলাদেশ ইউরোলজি এবং ট্রান্সপ্লান্ট ফাউন্ডেশন এবং ডাঃ রনেন বিশ্বাস (কনসালসেন্ট, ইউরোলজি এবং এন্ড্রোলজি, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল।

বক্তারা জানান, প্রস্টেট ক্যান্সার বর্তমানে পুরুষ দের ক্যান্সারের মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান ধরণ। ৫০ বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি।

দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং যথাসময়ে চিকিৎসার মাধ্যমে প্রস্টেট ক্যান্সার নিরাময় করা সম্ভব । স্ক্রীনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের ধরণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এটা একটা স্লো এডভান্সিং রোগ।

তাই দ্রুত রোগ নির্ণয় করা গেলে এর থেকে আশু প্রতিকার মেলে। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ গুলো হলো - প্রসাবে জালা পোড়া, প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসা, ব্যথা হওয়া।

মূত্রত্যাগের গতি কমে যেতে পারে, প্রস্রাবের রঙ গাঢ় হলে, মূত্রত্যাগের সময় তলপেটে ব্যথা হতে পারে। এটি প্রস্টেট ক্যান্সারের অন্যতম একটি লক্ষণ। প্রস্টেট ক্যান্সার নির্ধারণের মূল হাতিয়ার হলো, পিএসএ টেস্ট বা প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন টেস্ট। এই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্টেট ক্যান্সার নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া USG Guided biopsy এর মাধ্যমেও এ রোগ নির্ণয় করা যায়। পঞ্চাশোর্ধ কারো উপর্যুক্ত সমস্যা গুলো দেখা দিলে অবশ্যই ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন করাতে হবে। এই টেস্টে প্রস্টেটে কোনো রকম স্ফীতি বা ফোলা ভাব লক্ষ্য করলে আলট্রাসাউন্ড গাইডেড বায়োপসি করানো জরুরি। মেটাস্টাটিক প্রস্টেট ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য বোন স্ক্যান, ফুল বডী এম আর আই, এম পি এম আর আই পরীক্ষা গুলো করা হয়।

প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় রেডিক্যাল প্রস্টাটেকটমি, রেডিক্যাল রেডিও থেরাপি সহ সব ধরণের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে। সামগ্রিকভাবে যথাযথ পদক্ষেপ এবং গবেষণার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইউরোলজিকাল সার্জন্স এবং শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ভবিষ্যতে প্রস্টেট এবং ইউরোলজিকাল ক্যান্সার নিরাময়ে যৌথ ভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

"শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজের ইতিহাসে এক মহিমান্বিত অধ্যায়, দ্বিতীয় স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান - ২০২৩"

এ কে এম ইকবাল বাহার

সহকারী অধ্যাপক

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজ

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে নার্সিং কলেজের জন্য ১৫ মার্চ ২০২৩ ছিল এক ঐতিহাসিক দিন। এদিন অত্র কলেজের দ্বিতীয় স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান কলেজ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। সমগ্র ক্যাম্পাস আনন্দ, উল্লাস ও প্রাপ্তির আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

এই কলেজের প্রথম স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান হয়েছিল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯। গতবারের ন্যায় এবারও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজ হাতে স্নাতকদের হাতে তাদের সনদপত্র তুলে দেন। এবার মোট ২১০ জন স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল স্নাতকদের তাঁদের কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করেন এবং সেইসাথে তাঁদের উত্তোরোত্তর ভবিষ্যৎ সফলতাও কামনা করেন। তিনি সকল স্নাতকদের 'লেডি উইথ দ্যা ল্যাম্প - ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল' এর কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং স্নাতকদেরও তাঁর মতো করে মানবসেবায় নিজেদের বিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি এই ক্যাম্পাসে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব জাহিদ মালেক এমপি, কলেজের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল হাফিজ মল্লিক, পিএসসি, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিং কলেজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ তৌফিক বিন ইসমাইল, এবং KPJ DHAKA (PTE) LTD এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূরহাইজাম বিনতে মোহাম্মাদ। জনাব মোহাম্মদ তৌফিক বিন ইসমাইল অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আর অনুষ্ঠানে স্নাতক বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ম্যাডাম নূরহাইজাম বিনতে মোহাম্মাদ।

এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে আরো অনেক গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন - স্থানীয় ও জাতীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর এর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। সেই সঙ্গে এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন অন্যান্য খ্যাতনামা নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রতিনিধিবৃন্দ।

স্নাতক পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হবার পাশাপাশি কলেজের কয়েকজন শিক্ষার্থী বছরব্যাপী কারিকুলার, এক্সট্রা-কারিকুলার, এবং ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসসহ সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের অসামান্য মেধা ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং থেকে তিনজন স্নাতক প্রধানমন্ত্রী পদক পেয়েছেন। তাঁরা হলেন - ফাহিমা খাতুন (সেশন - ২০১৫-২০১৬) - মো. রাব্বি (সেশন - ২০১৬ - ২০১৭) সাদিয়া ইসলাম মানসুরা (সেশন - ২০১৭-২০১৮)। অন্যদিকে, পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং থেকে প্রধানমন্ত্রী পদক পেয়েছেন হাজেরা খাতুন (সেশন-২০১৭-২০১৮), ফরিদা পারভিন (সেশন-২০১৮-২০১৯), এবং আদলিনা পি.বৈদ্য(সেশন-২০১৯-২০২০)। অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এনামুল হক।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সামনে নার্সিং কলেজের একদল শিক্ষার্থী স্বাগত গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রধানমন্ত্রী পরে নার্সিং কলেজের স্নাতকদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি অনুষ্ঠান শেষে হাসপাতালের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও কলেজের শিক্ষকমন্ডলীর সাথেও ফটোসেশনে যোগ দেন।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হসপিটাল এন্ড নার্সিং কলেজের জন্য দ্বিতীয় স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান ছিল প্রচন্ড আনন্দের একটি উপলক্ষ। প্রতিষ্ঠানের উর্ধতন কর্তৃপক্ষসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক, ও শিক্ষার্থী দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। আর এই পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক হয়ে ওঠে গর্বিত স্নাতক শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সনদপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে - যা হয়ে থাকল ভবিষ্যত গ্র্যাজুয়েট নার্সদের জন্য অফুরন্ত অনুপ্রেরণার এক উৎস।

SHEIKH FAZILATUNNESSA MUJIBMEMORIALKPJ SPECIALIZED HOSPITAL & NURSING COLLEGE

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল
কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল

সি/১২, তেঁতুইবাড়ি, কাশিমপুর, গাজীপুর। ওয়েব: www.sfmmkpjsh.com

KPJ HEALTHCARE®
Care For Life

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র ০২-৪৪০৭৭০৩০-৩১ ফোন: (+৮৮) ০১৮১০-০০৮০৮০